ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

দুই দশকে প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের হার উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে : টিআইবি'র প্রতিবেদন

ঢাকা, ২৮ জুন ২০১১ : ১৯৯১ সালের পঞ্চম সংসদের তুলনায় ২০০৯ সালের নবম সংসদের ৭ম অধিবেশন পর্যন্ত প্রধান বিরোধী দল বা জোটের সংসদ বর্জনের ঊর্ধমুখী প্রবণতায় উদ্বেগ প্রকাশ করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) জাতীয় সংসদের কার্যকারিতার স্বার্থে অনতিবিলম্বে প্রধান বিরোধী দলকে সংসদে যোগদানের আহ্বান জানিয়েছে।

আজ প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ''সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকার এবং বিরোধী দলের সম্পূরকতা বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্য হলেও দুর্ভাগ্যজনক ভাবে গত দু'দশক ধরে বাংলাদেশে অব্যাহতভাবে প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের ঊর্ধমূখী প্রবণতা গণতন্ত্র শক্তিশালীকরণে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯১ সালের পঞ্চম সংসদে মোট কার্যদিবসের শতকরা ৩৪ ভাগ প্রধান বিরোধী দল সংসদ বর্জন করে, ১৯৯৬ সালের ৭ম এবং ২০০১ সালের ৮ম সংসদে তা যথাক্রমে ৪৩ ও ৬০ শতাংশে দাঁড়ায়। আর বর্তমান নবম সংসদের ৭ম অধিবেশন পর্যন্ত বিরোধীদলীয় জোট ইতোমধ্যে মোট কার্যদিবসের ৭৪ শতাংশ বর্জন করেছে। অন্যদিকে সংসদে কোরাম সংকট অব্যাহত রয়েছে। নির্বাচনী অঙ্গীকার ও জনগণের প্রত্যাশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে সরকারী ও বিরোধী উভয় দলকেই গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানীকরণে একযোগে কাজ করতে হবে।"

'পার্লামেন্ট ওয়াচ' নামক টিআইবি'র পর্যবেক্ষণমূলক প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট সুলতানা কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন টিআইবি'র সাবেক চেয়ারম্যান ও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ। সুলতানা কামাল বলেন, 'রাজনৈতিক সদিচ্ছাই পারে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এবং গণমাধ্যম কর্মীরা এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।' তিনি আরো বলেন, 'আমরা সংসদকে কার্যকর দেখতে চাই। সংসদে উপস্থিত হয়ে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। সংসদকে সকল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু করতে হবে। আর এভাবেই সুশাসন নিশ্চিত করা যাবে।'

অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ বলেন, 'জনগণের প্রতিনিধি হয়ে সংসদ সদস্যরা জাতীয় সংসদে যান। সুতরাং সংসদে গিয়েই জনগণের কথা তুলে ধরা উচিত। একটা ছায়া মন্ত্রিসভা থাকতে পারে কিন্তু তা সংসদীয় রীতিতেই তাদের মূল্যবান মমতামত তুলে ধরবে।' তিনি আরো বলেন, 'বিরোধী বা সরকারি দলের সদস্যরা গণমাধ্যমের কাছে তাদের কথা বলেন। কিন্তু এটা সংসদের বিকল্প হিসেবে ধরে নেয়া উচিত নয়। সংসদই জনগণের কথা বলার মূল জায়গা হওয়া উচিত।'

উল্লেখ্য, 'পার্লামেন্ট ওয়াচ' টিআইবি'র একটি নিয়মিত কার্যক্রম এবং ২০০১ সাল থেকে অষ্টম সংসদের সর্বমোট ২৩টি অধিবেশনের উপর বিভিন্ন পর্যায়ে ৬টি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। নবম সংসদের প্রথম অধিবেশনের উপর পর্যবেক্ষণমূলক প্রতিবেদন ২০০৯ সালের ৪ জুলাই প্রকাশিত হয়।

প্রতিবেদনে বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক সরাসরি সম্প্রচারিত সংসদ কার্যক্রম, মনিটরপূর্বক তথ্য সংগ্রহ ছাড়াও সংসদীয় বুলেটিন, সরকারি গেজেটসহ সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্যের গ্রন্থনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে নবম সংসদের ২য় অধিবেশন থেকে ৭ম অধিবেশন পর্যন্ত পর্যবেক্ষণমূলক তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যে ১০টি বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হয়, তা হলো : ১) সদস্যদের উপস্থিতি, সংসদ বর্জন ও কোরাম সংকট, ২) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী ৩) জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ভূমিকা ৪) প্রশ্নোত্তর পর্ব ও জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিসের উপর আলোচনা ৫) বাজেট আলোচনা ৬) রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর আলোচনা ৭) সংসদে নারী সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণ ৮) স্পিকারের ভূমিকা ৯) অনির্ধারিত আলোচনা ১০) অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উত্থাপন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, নবম সংসদের প্রধান বিরোধী দল ১৩৫টি (২য়–৭ম অধিবেশন) কার্যদিবসের মধ্যে ১১২ কার্যদিবসই অনুপস্থিত, যা সংসদে মোট ব্যয়িত সময়ের প্রায় ৮৩ শতাংশ।

অন্যদিকে সংসদে কোরাম সংকটের কারণে অধিবেশন চলাকালে দৈনিক গড়ে ৩৩ মিনিট ক্ষতি হয়। ২য় অধিবেশন থেকে ৭ম অধিবেশন পর্যন্ত মোট ৭৪ ঘন্টা ১৫ মিনিট কোরাম সংকটের কারণে ব্যয় হয়েছে যার আর্থিক মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ১৯ কোটি টাকার

মতো। সংসদের পরিচালনার ব্যয় নিরূপন করতে ২০০৯–১০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের সাথে বিদ্যুৎ বিলের বাৎসরিক গড় হিসেবে ব্যয়িত অর্থ যোগ করে কোরাম সংকটের আর্থিক মূল্য প্রাক্কলিত হয়েছে।

মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ৩৭টি স্থায়ী কমিটির মধ্যে কেবলমাত্র ১১টি কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী বৈঠক করতে সক্ষম হয়। ৪৮টি সংসদীয় কমিটির বিভিন্ন কাজে ১০৯টি উপ-কমিটি গঠিত হয়। ৪৮টি কমিটি এ সময়ে মোট ৮৮১টি এবং উপকমিটিগুলো ৩১৪টি বৈঠক করে। তিনটি স্থায়ী কমিটির কোনো বৈঠকই হয়নি। কয়েকটি কমিটির সদস্যদের সম্পর্কে ব্যক্তিগত স্বার্থ সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ এসেছে। এ ছাড়া সংসদের বিভিন্ন আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণার ধারা অব্যাহত রয়েছে। সদস্যরা ৬১৬ বার দলীয় প্রশংসা এবং ৮০৮ বার প্রতিপক্ষ দলের সমালোচনায় সময় ব্যয় করেন। আলোচনাকালে সময়ানুবর্তিতা রক্ষায় স্পিকার ৭৬৬ বার তাড়া এবং ৪৬ বার মাইক বন্ধ করেছেন।

প্রতিবেদনে সংসদ কার্যক্রমে কিছু ইতিবাচক বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে, ৪র্থ অধিবেশনে বেসরকারি সদস্য কর্তৃক 'সংসদ সদস্য আচরণবিধি বিল, ২০১০' উত্থাপন এবং ৭ম অধিবেশন পর্যন্ত বেসরকারি বিল সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকে একটি বিলের (The Lepers Act Amendment Bill, 2010) উপর স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট সংসদে উত্থাপন উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া সংসদীয় কমিটি কর্তৃক অষ্টম সংসদের স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও চিফ হুইপ– এর বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ, জাতীয় শিক্ষানীতি, দ্বিতীয় দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র (খসড়া) ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিষয় নিয়ে সাধারণ আলোচনা, ডিজিটাল টাইমকিপারের সাহায্যে সংসদ সদস্যদের বক্তব্যের জন্য বরাদ্দ সময় গণনা উল্লেখযোগ্য।

উল্লেখ্য, সংসদে মোট ১৩৫টি কার্যদিবসে গড়ে প্রায় সোয়া তিন ঘন্টা কার্যসময় সংসদ অধিবেশন পরিচালিত হয়। আলোচ্য সময়ে সর্বোচ্চ ২৮৭ জন সংসদ সদস্য উপস্থিত ছিলেন ৫ম অধিবেশনে এবং একই অধিবেশনে সর্বনিম্ন ১১৭ জন উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর দিবসে সদস্যের সবচেয়ে বেশি উপস্থিতি এবং বেসরকারি সদস্য দিবসে সবচেয়ে কম উপস্থিতির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়া সংসদের মোট ব্যয়িত সময়ের প্রায় ১৯ শতাংশ সময় মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য ব্যয়িত হয়। মোট ২টি বাজেট আলোচনায় সংসদের মোট সময়ের প্রায় এক চতুর্থাংশ সময় ব্যয়িত হয়। অন্যদিকে একই সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে সাড়ে ২৫ ঘন্টার বেশি সাধারণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য সময়ে প্রধান বিরোধী দলের ৩১৮টি সহ ৩০২৬টি জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস উত্থাপিত হলেও মাত্র ৫.৫% শতাংশ নোটিস গৃহীত হয়, যার মধ্যে অনুপস্থিতির কারণে প্রধান বিরোধী দলের কোনো নোটিস উত্থাপিত হয় নি।

প্রায় ৩৭ ঘন্টার আলোচনার পর ১৩৫টি কার্যদিবসে মোট ৯৮টি সরকারি বিল পাস হয়। আইন প্রণয়নে মোট ব্যয়িত সময়ের প্রায় এক–চতুর্থাংশ সময় ব্যয়িত হয় বিলের উপর আপত্তি এবং সংশোধনী বিষয়ক বক্তব্যে। আইন প্রণয়নে বিরোধী দল ১২টি কার্যদিবসে প্রায় ৫ ঘন্টায় আলোচনায় অংশ নিলেও তাদের অনুপস্থিতির কারণে তাদের দেওয়া সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপিত হয় নি। রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর নির্ধারিত ৩০ ঘন্টার পরিবর্তে ৪৩ ঘন্টা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে নারী সদস্যরা ১২ শতাংশ সময় নেন প্রশ্ন করার জন্য। জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নারী সদসস্যের আনীত নোটিসের সংখ্যা ছিলো প্রায় ১৭ শতাংশ, আইন প্রণয়নে ব্যয়িত সময়ের প্রায় ৭ শতাংশ সময় পেয়েছেন নারী সদস্যরা।

সংবাদ সম্মেলনে সংসদকে কার্যকর করার জন্য অনতিবিলম্বে সংসদ বর্জনের সংস্কৃতি পরিহার করে প্রধান বিরোধী দলকে সংসদে যোগদান, সংসদে প্রধান নেতা ও বিরোধীদলীয় নেতার নিয়মিত উপস্থিতি, অনুপস্থিতিজনিত কারণে সংসদ সদস্যপদ বাতিলের সময় ৯০ কর্মদিবস থেকে ৩০ কর্মদিবসে আনয়ণ, অধিবেশন ভিত্তিক সর্বোচ্চ উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য স্বীকৃতি ও পুরস্কার প্রদান, সর্বনিম্ন উপস্থিতি এরূপ সদস্যের নাম প্রকাশ, সংসদ সদস্য আচরণ বিল ২০১০ পাস এবং সদস্যদের স্বাধীন মতপ্রকাশের জন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধনসহ মোট ১৬ দফা সুপারিশ তুলে ধরা হয়।

গণমাধ্যম যোগাযোগঃ

রিজওয়ান-উল-আলম
পরিচালক
আউটরিচ এন্ড কমিউনিকেশন বিভাগ
ফোন: ০১৭১৩০৬৫০১২
ই-মেইল: rezwan@ti-bangladesh.org